

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

38623 - রোযা অবস্থায় যার স্বপ্নদোষ হয়েছে কিন্তু সে বীর্যের কোন আলামত দেখেনি

প্রশ্ন

রোযা অবস্থায় আমার স্বপ্নদোষ হয়েছে। কিন্তু, আমি ঘুম থেকে জেগে বীর্যপাতের কোন কিছু দেখতে পাইনি। এর মানের আমি বীর্যপাত না করে স্বপ্ন দেখেছি। এমতাবস্থায় আমি কি গোসল করে আমার রোযা পূরণ করব; নাকি গোসল না করেই পূরণ করব; নাকি রোযা ভঙে গেলে ফলেব?

প্রিয় উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ।

এক:

যে ব্যক্তির স্বপ্নদোষ হয়েছে এরপর ঘুম থেকে জাগার পর সে বীর্যের কোন আলামত তার কাপড়ে দেখতে পায়নি তার উপর গোসল আবশ্যিক হবে না।

ইবনে কুদামা 'আল-মুগনি' গ্রন্থে বলেন:

যে ব্যক্তির স্বপ্নদোষ হওয়াটা সে জেনেছে, কিন্তু (পোশাকে) বীর্য পায়নি তার উপরে গোসল ফরয নয়। ইবনুল মুনযরি বলেন: যত জন আলমেরে অভিমিত আমার মুখস্ত আছে তারা সকলে এই মতের উপর ইজমা করছেন।

উম্মে সালামা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, উম্মে সুলাইম (রাঃ) বললেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ! কোন মহিলার যদি স্বপ্নদোষ হয় তাহলে কিতার উপর গোসল ফরয হবে? তিনি বললেন: হ্যাঁ; যদি পানি (বীর্য) দেখে। [সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলিম] এ হাদিস নরিদশে করছে যে, যদি পানি (বীর্য) না দেখে তাহলে তার উপর গোসল ফরয নয়। [সমাপ্ত]

দুই:

স্বপ্নদোষের কারণে রোযা ভঙে হবে না। কারণ স্বপ্নদোষ রোযাদারের অনিচ্ছায় ঘটে থাকে।

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

ইমাম নববী 'আল-মাজমু' গ্রন্থে বলেন:

আলমেগণের ইজমা হচ্ছে- কারো স্বপ্নদোষ হলে রোযা ভাঙবে না। কারণ সে ব্যক্তি এক্ষেত্রে অপারগ। যমেন- কারো অনচ্ছা সত্ত্বেও কোন একটি মাছ যদি উড়ে এসে কারো পটে ঢুকবে। এ মাসয়ালার দলিলের ক্ষেত্রে এটাই হচ্ছে- ভিত্তি। পক্ষান্তরে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত: “যে ব্যক্তি বিম্বি করছে, কথিবা যার স্বপ্নদোষ হয়েছে, কথিবা যে শঙ্কি লাগিয়েছে তার রোযা ভাঙবে না” হাদিসটি ‘যয়ফি’ (দুর্বল); যা দলিল পশে করার উপযুক্ত নয়। [সমাপ্ত]

তিনি ‘মুগনি’ গ্রন্থে (৪/৩৬৩) আরও বলেন:

কারো যদি স্বপ্নদোষ হয় তার রোযা ভাঙবে না। কনেনা স্বপ্নদোষ তার অনচ্ছায় ঘটে থাকে। সুতরাং এটি ঐ মাসয়ালার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ – কটে যদি ঘুমিয়ে থাকে আর তার গলার ভেতরে কোন কিছু ঢুকবে। [সমাপ্ত]

শাইখ বনি বায় (রহঃ) কে জিজ্ঞাসে করা হয়েছিল: ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে যে দিনের বেলায় ঘুমিয়েছে এবং তার স্বপ্নদোষ হয়েছে, বীর্যও বের হয়েছে; সে কি ঐ দিনের রোযার কাযা পালন করবে?

জবাবে তিনি বলেন:

তার উপর কাযা আবশ্যিক নয়। কনেনা স্বপ্নদোষ তার ইচ্ছাধীন নয়। কিন্তু, তার উপর গোসল ফরয; যদি বীর্য দেখে থাকে। [মাজমুউল ফাতাওয়া (১৫/২৭৬)]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) কে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসে করা হয়েছিল রমযানের দিনের বেলায় যার স্বপ্নদোষ হয়েছে?

জবাবে তিনি বলেন: তার রোযা সহি। স্বপ্নদোষের কারণে রোযা ভাঙবে না। কনেনা স্বপ্নদোষ তার এখতয়ারে নই। ঘুমন্ত অবস্থায় কলম তুলে রাখা হয়। [সমাপ্ত]

স্থায়ী কমটির ফতোয়াসমগ্র (১০/২৭৪) এসেছে:

যে ব্যক্তির রোযা অবস্থায় কথিবা হজ্জ বা উমরার ইহরাম অবস্থায় স্বপ্নদোষ হয়েছে তার কোন গুনাহ নই; তার উপর কাফফারা নই। এটি তার রোযার উপর, হজ্জের উপর বা উমরার উপর কোন প্রভাব ফলেবে না। তার উপর ফরয হল: জানাবাতের গোসল করা; যদি সে বীর্যপাত করে থাকে। [সমাপ্ত]